<u>কলকাতা উচ্চ আদালতে</u>

<u>সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র</u>

<u>আপীল বিভাগ</u>

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি শেখর বি. সরাফ

২০২০-এর ডব্লিউ. পি. এ নং ৭২৮৩,

২০২০-এর ১ নম্বর ক্যান সহ

অর্ণব রায়

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যরা

২০২১-এর ডব্লিউপিএ ৫০৭

এর সঙ্গে

শুভজিত করণ

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যরা

উত্তরদাতাদের জন্য	ঃ	শ্রী সৌমেন কে. আর. দত্ত
		শ্রী সুভাষ জানা
রাজ্যের জন্য	ঃ	শ্রী পিনাকি ঢোলে
		শ্রী সায়ান দত্ত

শেষ শুনানীঃ অক্টোবর ১৬,২০২৩

রায়ঃ নভেম্বর ১৬,২০২৩

<u>বিচারপতি, শেখর বি. সরাফঃ</u>

১ দুটি রিট পিটিশনকে একসঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে, যার রিট পিটিশন নম্বর ২০২০ সালের ডব্লিউপিএ ৭২৮৩ এবং ২০২১ সালের ডব্লিউপিএ ৫০৭। ২০০৯ সালের ডব্লিউপি ১৭৪৯ (ডব্লিউ) এবং ২০১৩ সালের ডব্লিউপি ৩০০৬৮ (ডব্লিউ) রিট পিটিশন নম্বর সম্বলিত দুটি আদেশ থেকে পদক্ষেপের কারণ উদ্ভূত হয়েছে, যেখানে এই আদালতের সমন্বিত বেঞ্চ ৩ নং উত্তরদাতাকে স্কুলে ছয়টি অ-শিক্ষক কর্মী পদে নিয়োগের জন্য পূর্ব অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, যার মধ্যে একজন কেরানি এবং দুই ল্যাবরেটরি পরিচারকের পদ অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুটি রিট পিটিশনের প্রার্থনা ছিল যা নিচে বর্ণিত হয়েছেঃ-

ক. আবেদনকারী ৩ জুলাই, ২০২০ তারিখের স্মারকলিপির অধীনে প্রেরিত পূর্ব মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা পরিদর্শক (SE) (এখন থেকে 'ADI' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর কথিত সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে WPA 7283 অফ ২০২০ দায়ের করেছেন। আবেদনকারী একটি রিট অফ ম্যান্ডামাসের জন্য আবেদন করেছেন যাতে বিবাদী নং ৪ অর্থাৎ ADI কে ৩ জুলাই, ২০২০ তারিখের স্মারকলিপি প্রত্যাহার, বাতিল বা প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়, যেখানে ADI স্থায়ী শূন্যপদে (এখন থেকে 'কেরানির পদ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) গ্রুপ সি স্টাফ (কেরানি) ক্যাটাগরির S.C নিয়োগের জন্য দায়ী প্যানেলটি ভেঙে দেওয়ার বিষয়ে জানিয়েছিল, স্মারকে বর্ণিত বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করে। আবেদনকারী আরও আবেদন করেছিলেন যে পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত মারিশদা বিকেজে বাণীপীঠ স্কুলে গ্রুপ সি স্টাফ পদের জন্য প্যানেল অনুমোদন করার জন্য বিবাদীদের নির্দেশ দেওয়া হোক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষকে আবেদনকারীর প্রথম তালিকাভুক্ত প্রার্থী হওয়ার পক্ষে একটি নিয়োগপত্র জারি করার এবং অবিলম্বে নিয়োগ অনুমোদন করার নির্দেশ দেওয়া হোক।

খ. ২০২১ সালের ডব্লিউপিএ ৯০৭ আবেদনকারী কর্তৃক ১৪ই অক্টোবর, ২০২০ তারিখের মেমো-র অধীনে এডিআই-এর কথিত সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা হয়েছে। আবেদনকারী ১৪ই অক্টোবর, ২০২০ তারিখের স্মারকলিপি প্রত্যাহার, বাতিল বা প্রত্যাহার করতে এডিআই-কে বাধ্য করার জন্য একটি ম্যান্ডামাস রিটের জন্য অনুরোধ করেছেন, যার মাধ্যমে এডিআই গ্রুপ ঘ (ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ডেন্ট) কর্মী নিয়োগের জন্য দায়ী প্যানেলটি ভেঙে দেওয়ার কথা জানিয়েছিল (এরপরে 'ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ডেন্টের অবস্থান' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), মেমোতে বিস্তারিত হিসাবে বিভিন্ন ত্রুটি উল্লেখ করে।আবেদনকারী আরও অনুরোধ করেছিলেন যে পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত মরিশদা বিকেজে বানিপিথ স্কুলে গ্রুপ ঘ কর্মী পদের জন্য প্যানেল অনুমোদন করার জন্য ডিআই-কে নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে এবং আবেদনকারীকে প্রথম তালিকাভুক্ত প্রার্থী হিসাবে একটি নিয়োগ পত্র জারি করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।

<u>তথ্য</u>

২. ২০২০ সালের রিট পিটিশন নম্বর ডব্লিউ. পি. এ ৭২৮৩-এর প্রকৃত ম্যাট্রিক্স নিম্নরূপঃ

৪৪ এর ৩য় পৃষ্ঠা

ক. পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত মারিশদা বিকেজে বানিপিথ স্কুলের পরিচালনা কমিটি ২০০৯ সালের ডব্লিউ. পি. ১৭৪৯ (ডব্লিউ) এবং ২০১৩ সালের ডব্লিউ. পি. ৩০০৬৮ (ডব্লিউ) নম্বর সম্বলিত দুটি রিট পিটিশন দাখিল করলে এই রিট পিটিশনের বিবরণ আকার নিতে শুরু করে, যেখানে এই আদালতের কো-অর্ডিনেট বেঞ্চ ৩ নং উত্তরদাতাকে কেরানি পদে নিয়োগের জন্য পূর্ব অনুমতি মঞ্জুর করার নির্দেশ দেয়।

খ. উপরের নির্দেশের আলোকে, পূর্ব মেদিনীপুরের স্কুলগুলির জেলা পরিদর্শক (এরপরে 'ডিআই' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) মঞ্জুর করেছেন ১৪ই জুন, ২০১৬ তারিখে পূর্বোক্ত পদগুলি পূরণ করার অনুমতি।

গ. পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত মারিশদা বিকেজে বানিপিথ স্কুল (এরপরে 'স্কুল কর্তৃপক্ষ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) যোগ্য প্রার্থীদের নাম স্পনসর করার জন্য পূর্ব মেদিনীপুরের কন্টাই জেলা কর্মসংস্থান এক্সচেঞ্জকে (এরপরে 'কর্মসংস্থান এক্সচেঞ্জ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অনুরোধ করেছিল, যেখানে কর্মসংস্থান এক্সচেঞ্জ ২০১৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখের একটি স্মারকলিপির মাধ্যমে ২০ জন যোগ্য ব্যক্তির নাম সরবরাহ করেছিল।

ঘ. স্কুল কর্তৃপক্ষ ২৫শে এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করে, যার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্কুলের কেরানি এবং ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট পদ পূরণের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়। আবেদনকারীর দাবি, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কেরানি পদের জন্য আবেদন করেছিলেন।

৪৪ এর ৪র্থ পৃষ্ঠা

ঙ. সাক্ষাৎকারের তারিখ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে, পরে তা পরিবর্তন করে ১৮ই জানুয়ারি, ২০২০ করা হয়। ২৫শে জানুয়ারী, ২০১৯ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে ডিআই-কে এই বিলম্বের কথা জানানো হয়েছিল। কিছু 'অনিচ্ছাকৃত পরিস্থিতির' কারণ দেওয়া হয়েছিল এবং জানানো হয়েছিল যে সাক্ষাৎকারগুলি স্থগিত করা হবে, এবং সমস্ত প্রার্থীদের বিলম্বের বিষয়ে যথাযথভাবে অবহিত করা হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ তারিখ পরিবর্তনের জন্য কোনও অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান পায়নি ডিআই থেকে সাক্ষাৎকার এর জন্য।

চ. প্যানেলটি এডিআই-এর কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। ৩রা জুলাই, ২০২০ তারিখের একটি স্মারকলিপির মাধ্যমে (এরপরে 'জুলাই ও ০৩,২০২০ তারিখের বিতর্কিত মেমো' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), করণিকের উক্ত পদের জন্য নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্যানেলটি এডিআই দ্বারা জিও লঙ্ঘনের জন্য অনুমোদন পায়নি। ১৫৯৪-এসই (এস) তারিখ ২৬শে ডিসেম্বর, ২০১৫ যা পশ্চিমবঙ্গ স্কুলগুলির বিধি (অ-শিক্ষক কর্মী নিয়োগ) বিধি, ২০০৫ (এরপরে '২০০৫ বিধি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে?) নিম্নরূপঃ-

i. স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রার্থীদের নামের জন্য ৪৫ দিনের মধ্যে কর্মসংস্থান বিনিময়ে অনুরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এটি ২০০৫ বিধি এর বিধি ৮ (৫) (ক) লঙ্ঘন।

৪৪ এর ৫ম পৃষ্ঠা

ii. স্কুল কর্তৃপক্ষ ডিআই-এর অনুমোদন না নিয়ে সাক্ষাৎকারের তারিখ পিছিয়ে দিয়েছে এবং ২০০৫ সালের বিধি ৮ (৮) (ক) লঙ্ঘন করে।

iii. ২০০৫ সালের বিধিমালা অনুযায়ী, যে বছরের ১লা জানুয়ারি কর্মসংস্থান এক্সচেঞ্জ দ্বারা স্পনসরিং নামগুলির জন্য কর্মসংস্থান এক্সচেঞ্জের কাছে অনুরোধ করা হয়েছিল সেই বছরের ১লা জানুয়ারি অর্থাৎ ১লা জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে আঠারো বছর বয়স পূর্ণ করা ব্যক্তি ব্যতীত কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হবে না; তবে প্যানেলের প্রথম প্রার্থী রেফারেন্সের তারিখে মাত্র ষোল বছর বয়স পূর্ণ করেছিলেন এবং এইভাবে ২০০৫ সালের বিধি ৪ (খ) লঙ্ঘন করেছেন।

৩ ২০২১ সালের রিট পিটিশন নম্বর ডব্লিউ. পি. এ ৯৫০৭-এর প্রকৃত ম্যাট্রিক্স নিম্নরূপঃ

ক. বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পরিচালনা কমিটি ২০০৯ সালের ডব্লিউ. পি. ১৭৪৯ (ডব্লিউ) এবং ২০১৩ সালের ডব্লিউ. পি. ৩০০৬৮ (ডব্লিউ) নম্বর সম্বলিত দুটি রিট পিটিশন দাখিল করে, যেখানে এই আদালতের সমন্বিত বেঞ্চ ৩ নং উত্তরদাতাকে পরীক্ষাগার পরিচারকের দুটি পদে নিয়োগ এর জন্য পূর্ব অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

খ. উপরোক্ত নির্দেশাবলীর আলোকে, ডিআই ২০০৫ সালের নিয়ম অনুসারে ১৩ মার্চ, ২০১৫ তারিখে উপরোক্ত পদগুলি পূরণের অনুমতি দেয়। ৪ জানুয়ারী, ২০১৭ তারিখের একটি স্মারকের মাধ্যমে আদেশটি পুনঃযাোগ্য করা হয়।

গ. ২০১৭ সালের ২৫শে এপ্রিল স্কুল কর্তৃপক্ষ সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে, যার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্কুলের জন্য ক্লার্ক এবং ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্টের পদ পূরণ করার জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়। আবেদনকারী বলেন দেন যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার কারণে তিনি কেরানি পদের জন্য আবেদন করেছিলেন।

ঘ. সাক্ষাৎকারের তারিখ ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে, পরে তা পরিবর্তন করে ১৯ জানুয়ারী, ২০২০ করা হয়। ডিআই-কে এই বিলম্বের বিষয়ে ২৫ জানুয়ারী, ২০১৯ তারিখের একই চিঠির মাধ্যমে জানানো হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে কিছু 'অনিচ্ছাকৃত পরিস্থিতির' কারণে সাক্ষাৎকার স্থগিত করতে হবে এবং সমস্ত প্রার্থীকে বিলম্বের বিষয়ে যথাযথভাবে অবহিত করা হয়েছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ ডিআই থেকে সাক্ষাৎকারের তারিখ পরিবর্তনের বিষয়ে কোনও অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান পায়নি ।

ঙ প্যানেলটি এডিআই-এর কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। ১৪ই অক্টোবর, ২০২০ তারিখের একটি স্মারকলিপির মাধ্যমে (এরপরে '১৪ই অক্টোবর, ২০২০ তারিখের বিতর্কিত মেমো' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্টের উক্ত পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্যানেলটি নিম্নলিখিত ভিত্তিতে ২০০৫-এর নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য এডিআই দ্বারা অনুমোদিত হয়নিঃ-

i. সাক্ষাত্কারটি এমন কারণে স্থগিত করা হয়েছিল যেগুলি গুরুতর জরুরী বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকৃতির ছিল না এবং কারণটি কোনও সমর্থনকারী নথি ছাড়াই ছিল।

সাক্ষাত্কারের তারিখ পরিবর্তনের জন্য ডিআই থেকে অনুমোদন পাওয়া যায়নি, এবং এই আইনটি ২০০৫ বিধির ৮ (৮) (ক) এবং (খ) বিধি লঙ্ঘন করেছে৷

ii. স্কুল কর্তৃপক্ষ বাছাই কমিটি গঠন না করে অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষায় তাদের নম্বর নির্বিশেষে সকল প্রার্থীকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকে। নির্বাচন কমিটি সাক্ষাত্কারের তারিখের আগে আবেদনপত্র গ্রহণ করেনি বা তাদের পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থীদের সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করেনি। এটি ছিল ২০০৫ সালের বিধিমালার ৮ (৭) (খ) বিধি লঙ্ঘন।

iii. ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারির একজন আত্মীয় বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, যা ২০০৫ বিধির ৭ (৫) (ক) লঙ্ঘন করেছিল।

IV. ২০০৫ সালের বিধিমালার ৯ (৪) বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে প্রার্থীদের দেওয়া নম্বরগুলি রেকর্ড করা হয়নি।

V. নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ২০০৫ বিধির ৯ (৭) (খ) বিধিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্যানেল জমা দেয়নি।

৪ ৩ জুলাই, ২০২০ এবং ১৪ অক্টোবর, ২০২০ তারিখের উভয় মেমোকে চ্যালেঞ্জ করে, আবেদনকারীরা এই আদালতে গিয়েছিলেন।

<u>বিরোধ:</u>

৫. ২০২০ সালের রিট পিটিশন নম্বর ডবলুপিএ ৭২৮৩ -এ পিটিশনকারীদের কৌঁসুলি নিম্নলিখিত বক্তব্য জমা দিয়েছেন:

ক. আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এডিআই-এর সিদ্ধান্তটি আইনের দিক থেকে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। যে ভিত্তিতে এডিআই নিয়োগের প্যানেলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল যে স্কুল কর্তৃপক্ষের ৪৫ দিনের মধ্যে কর্মসংস্থান এক্সচেঞ্জের জন্য অনুরোধ করা উচিত ছিল, সেই ভিত্তিতে আবেদনকারীর আইনজীবী **কুমার প্রোবাল নারায়ণ বনাম পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যের ২০১৩ সালের ডব্লিউপি নং ২৮৯৩০ (ডাব্লু) এবং রাজু নস্কর বনাম পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যের (২০১৪) ১ সিএইচএন ৬৫৪-**এর অপ্রকাশিত রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন।

খ এ. ডি. আই-এর প্যানেলকে এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত যে, অনুমতি না নিয়ে বা ডি. আই-কে অবহিত না করে সাক্ষাৎকারের তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এইভাবে, ২০০৫ সালের নিয়মের ৮ (৮) (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানের বিপরীতে ডি. আই-এর কাছ থেকে নতুন করে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। সাক্ষাৎকার বাতিল করা হয়নি, বরং স্থগিত করা হয়েছিল। ২৫ জানুয়ারী, ২০১৯ তারিখের চিঠির মাধ্যমে ডিআই-কে এই বিলম্বের কথা জানানো হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে কিছু 'অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির' কারণে, সাক্ষাৎকার স্থগিত করতে হয়েছে এবং সমস্ত প্রার্থীকে বিলম্বের বিষয়ে যথাযথভাবে অবহিত করা হয়েছে। অধিকন্তু, ২০০৫ সালের বিধির নিয়ম ৮ (৮) (ক) নির্দেশিকা প্রকৃতির।

৪৪ এর ৯ম পৃষ্ঠা

গ প্যানেলের প্রথম প্রার্থী হিসাবে ২০০৫ সালের বিধিমালা ৪ (খ)-এর নিয়ম অনুসারে প্যানেলকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য এডিআই-এর সিদ্ধান্তটি জানুয়ারীর ১ তারিখে মাত্র ষোল বছর পূর্ণ করেছিল এবং তাই যোগ্য প্রার্থী নয়, কারণ যোগ্যতার জন্য প্রার্থীর বয়স বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে নেওয়া উচিত ছিল। ২০০৫ সালে (৩) সিএইচএন ৩৩৭-এ রিপোর্ট করা রবীন্দ্র নাথ মাহাটা বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য মামলায় এই আদালতের তিন বিচারকের বেঞ্চে নির্ধারিত আইন অনুসারে, এবং সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত আইন অনুসারে রেখা চট্টুরবেদী বনাম রেখা চট্টুরবেদী মামলায়। রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৩ সালে রিপোর্ট করেছে সাপোর্ট (৩) এস. সি. সি ১৬৮, **অশোক কুমার শর্মা বনাম চন্দর শেখর এবং অন্যরা** রিপোর্ট করেছে **(১৯৯৭) ৪ এস. সি. সি ১৮, রাকেশ কুমার শর্মা বনাম এন. সি. টি অফ ডেটিত এবং অন্যরা** রিপোর্ট করেছে **(২০১৩) ১১ এস. সি. সি ৫৮, আবগারি সুপারিনটেনডেন্ট মলকাপত্তনম কৃষ্ণ জেলা, এ. পি বনাম কে. বি. এন. বিশ্বেশ্বর রাও এবং অন্যান্যরা** রিপোর্ট করেছে **(১৯৯৬) ৬ এস. সি. সি ২১৬, এবং রাজ কুমার ও অন্যান্য বনাম শক্তি রাজ এবং অন্যান্যরা** রিপোর্ট করেছে **(১৯৯৭) ৯ এস. সি. সি ৫২৭,** যে স্পনসর করা প্রার্থীদের কাছ থেকে নিয়োগ ছাড়াও, নিয়োগ কর্তৃপক্ষকে জাতীয় সংবাদে পদের শূন্যপদের বিজ্ঞাপন দিতে হবে এবং একজন প্রার্থীর যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ করা হবে বিজ্ঞাপনের তারিখে বা আবেদনের শেষ তারিখে।

ঘ. প্রক্রিয়াটি পুরানো নিয়মের অধীনে শুরু করা হয়েছিল এবং সেই নিয়মগুলির অধীনে এটি সম্পন্ন করা উচিত। ব্যবস্থাপনা কমিটির আইন অনুসারে, **মোহিয়ারি রানী বালা কুণ্ডু বালিকা বিদ্যালয় বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ২০১১ (৩) সিএইচএন (ক্যাল) ৭৯**-এ প্রতিবেদন করেছে, যদি নির্বাচন প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে শুরু হয়, তবে নির্বাচনের জন্য বিবেচিত প্রার্থীদের অধিকার নিয়মের সংশোধনী বিদ্যমানকে প্রভাবিত করবে না।

ঙ. **১৯৯৯ (২) সিএলজে ২১-এ নোমিতা চৌধুরী বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য** মামলায় এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চে বর্ণিত আইন অনুসারে, যখন কোনও সংবিধিবদ্ধ কর্মকর্তাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটি সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়, তখন এটি প্রকৃতি এবং বাধ্যতামূলক নয়।

চ. **কইল্যাশ বনাম নানখু এবং অন্যান্য মামলায় (২০০৫) ৪ এস. সি. সি ৪৮০**-তে বর্ণিত সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত আইন অনুসারে, যদি নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য কোনও শাস্তিমূলক পরিণতি না হয়, তবেউক্ত নিয়মগুলি প্রকৃতিতে ডিরেক্টরি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

৬ ২০২০ সালের ডব্লিউ.পি.এ ৭২৮৩ নম্বর রিট পিটিশনের জন্য বিবাদীদের আইনজীবী নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করেছেন: -

ক. আবেদনকারী কেরানি পদের বিজ্ঞাপনের প্রতিক্রিয়ায় তার করা আবেদনপত্রটি সংযুক্ত করেননি। তাছাড়া, তিনি স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা কল লেটারের কপিও সংযুক্ত করেননি। কর্মচারীর আবেদন সম্পর্কে বিভাগ অবগত নয়।

ক পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (সংশোধনী) আইন, ২০০৯ জানুয়ারী, ২০০৯ থেকে কার্যকর হয়েছিল, যার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (অ-শিক্ষক কর্মী পদে নিয়োগের জন্য ব্যক্তিদের নির্বাচন) বিধি, ২০০৯ (এরপরে '২০০৯ বিধি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর পরিপ্রেক্ষিতে পদটি পূরণ করার ক্ষমতা স্কুল সার্ভিস কমিশনের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং, ২০০৯ বিধি প্রবর্তনের সাথে সাথে, ২০০৫ বিধিগুলি বাতিল করা হয়েছে এবং বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং, যুক্তি দেওয়া হয় যে প্যানেলটি বাতিল করা যেতে পারে এবং ফলস্বরূপ শূন্যপদটি পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনে পাঠানো যেতে পারে। **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য বনাম পরিচালনা কমিটি, নির্ঝরিনী এস.বি. বিদ্যালয় (এইচ. এস) ইত্যাদি, ২০১৭ সালের ২০৮৮৩ নং দেওয়ানি আপিল, সুপ্রিম কোর্ট** এই রায় দিতে পেরে খুশি হয়েছিল যে কেবল নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করার মাধ্যমে প্রার্থীদের পক্ষে কোনও স্বার্থান্বেষী অধিকার উদ্ভূত হয় না এবং নতুন নিয়মগুলি নির্বাচন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। এই আদালতের তিন বিচারকের বেঞ্চে, **ম্যানেজিং কমিটি, কদমতলা উচ্চ মাদ্রাসা এবং অন্যান্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য** বিষয়ে রিপোর্ট করা হয়েছে **(২০১৯) ২ সিএইচএন ১।**

গ আবেদনকারীর বয়স ১ জানুয়ারী, ২০১৬ তারিখে ষোল বছর ছিল, যখন এর জন্য কর্মসংস্থান বিনিময়ে অনুরোধ করা হয়েছিল

কর্মসংস্থান এক্সচেঞ্জ দ্বারা প্রার্থীদের নাম স্পনসর করা। এই পরিস্থিতিতে আবেদনকারী অযোগ্য ছিলেন কারণ তিনি কম বয়সী ছিলেন এবং উক্ত বিদ্যালয়ে কেরানি পদে সাক্ষাত্কারে উপস্থিত হওয়ার কোনও অধিকার তাঁর ছিল না। ২০০৫ সালের বিধিমালা ৪ (খ) অনুসারে, যে বছরের ১লা জানুয়ারি কর্মসংস্থান এক্সচেঞ্জের কাছে স্পনসর করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল সেই বছরের ১লা জানুয়ারি আঠারো বছর বয়স পূর্ণ না করা পর্যন্ত কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হবে না।

ঘ একটি অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব হয়েছিল যা ২০০৫-এর নিয়মের ৮ (৫) (এ)-এর পরিপন্থী এবং আবেদনকারী কোনও কারণ দেননি আপাত বিলম্বের জন্য ।

ঙ সাক্ষাৎকারটি স্থগিত করা হয়েছিল এবং ডিআই-এর কাছ থেকে কোনও অনুমোদন না নিয়ে সাক্ষাৎকারের জন্য পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল। ২০০৫ সালের নিয়মের নিয়ম ৮(৮)(খ)-এর অধীনে স্কুল কর্তৃপক্ষের উক্ত পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয়। নিয়ম অনুসারে, যদি সাক্ষাৎকারটি স্থগিত করা হয় তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ অন্য কোনও তারিখে সাক্ষাৎকারের জন্য ডিআই-এর অনুমোদন গ্রহণ করবে। উপরন্তু, স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি যে ১ বছর ৮ মাস পর কেন সাক্ষাৎকারটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

চ হাইকোর্ট একটি বিধিবদ্ধ সংস্থাকে তার নিজস্ব বিধি লঙ্ঘনের জন্য নির্দেশনা জারি করতে পারে না, যেমনটি মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট **হরিয়ানা এবং অন্যান্য বনাম বিজয় সিং এবং অন্যান্য রাজ্যের** আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, **(২০১২) রিপোর্ট) ৮ এসসিসি ৬৩৩।**

৭ ২০২১ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৫০৭ রিট পিটিশনের জন্য আবেদনকারীদের আইনজীবী নিম্নলিখিত জমা দিয়েছেনঃ-

ক. প্রাথমিক স্ক্রিনিং ছাড়াই সমস্ত আবেদনকারীকে সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষ যে ভুল করেছে বলে এডিআই-এর আবেদনটি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কর্মসংস্থান বিনিময়ের আগে অনুরোধ পাঠানো নিছক আনুষ্ঠানিকতা এবং কর্মসংস্থানের খবরের ব্যাপক প্রকাশের ভিত্তিতে সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। পরবর্তীকালে, নিয়োগের নিয়মের অধীনে প্রার্থীদের প্রাথমিক স্ক্রিনিংয়ের জন্য এমন কোনও নির্দেশিকা নেই।

খ সাক্ষাৎকারের জন্য ডিআই-এর কাছ থেকে নতুন করে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, সাক্ষাৎকার, যেহেতু সাক্ষাৎকারগুলি স্থগিত করা হয়েছিল এবং বাতিল করা হয়নি।

গ ২০১৫ সালের ১৩ই মার্চ দেওয়া পূর্ব অনুমতি অনুযায়ী, সাক্ষাৎকারটি ২০২০ সালের ১৯শে জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে কোন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পদ্ধতিগত ত্রুটি ছিল না।

ঘ প্রক্রিয়াটি পুরানো নিয়মের অধীনে শুরু করা হয়েছিল এবং এটিই উচিত এই নিয়মগুলির অধীনে সম্পন্ন করা হবে।

ঙ **ম্যানেজিং কমিটির আইন অনুযায়ী, মহিয়ারি রানী বালা কুণ্ডু বালিকা বিদ্যালয় বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য** (উপরে) যদি নির্বাচন প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে শুরু করা হয়,

তাহলে নিয়মের সংশোধনী বিদ্যমান নির্বাচনের জন্য বিবেচিত প্রার্থীদের অধিকারকে প্রভাবিত করবে না।

চ নির্বাচন কমিটিতে এমন কোনও ব্যক্তি ছিলেন না যার রক্তের সম্পর্ক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় উপস্থিত হয়েছিল। তাছাড়া, নির্বাচন কমিটির সদস্যরা একটি অ-সম্পর্কের সার্টিফিকেট জমা দিয়েছিলেন।

ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সংখ্যা চিহ্নিতকরণ নির্বাচন কমিটির সদস্যদের বিশেষাধিকার এবং এডিআই-এর উচিত নয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করা।

জ **কুমার প্রোবাল নারায়ণ বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য** (উপরে)-এর আইন অনুসারে, এর অধীনে নির্ধারিত সময়সীমা নিয়মগুলি প্রকৃতিতে ডিরেক্টরি।

৪ বিরোধীদের দ্বারা কোনও হলফনামা জমা দেওয়া হয়নি এই আদালত প্রথমে ডব্লিউ. পি. এ ৫০৭ থেকে উদ্ভূত রিট পিটিশন নিয়ে কাজ করবে ২০২০ সালের ।

<u>বিশ্লেষণ</u>

৯ এই আদালত প্রথমে ডবলুপিএ ৭২৮৩ এর ২০২০ থেকে উদ্‌ভূত রিট পিটিশন মোকাবেলা করবে।

১০ **মারিশদা বিজয় কৃষ্ণ জাগৃহি বিদ্যাপীঠ (এইচ.এস.) এবং আন. (২০০৯ সালের ডবলু.পি. ১৭৪৯(ডবলু) এবং ২০১৩ সালের মারিসদা বিজয় কৃষ্ণ জাগৃহি বাণীপীঠ বনাম রাজ্য ও অন্যান্য ডবলু.পি. ৩০০৬৮ (W) মামলায় সমন্বিত বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত দুটি আদেশ অনুসারে, ডি আই-কে দুই মাসের মধ্যে পূর্ব অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পূর্ব অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ১৪ জুন, ২০১৬ তারিখে,**

এবং পরবর্তীকালে, স্কুলটি ১৩ই ডিসেম্বর, ২০১৬-এ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে অনুরোধ পাঠিয়েছিল, অর্থাৎ ৬ মাস পরে। স্কুল কর্তৃপক্ষ ফেব্রুয়ারী ২৮,২০১৭ এ ২০ জন প্রার্থীর একটি তালিকা পেয়েছিল।

১১ পরবর্তীকালে স্কুলটি ২৫শে এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে শূন্য পদের জন্য একটি বিজ্ঞাপন জারি করে। আবেদনকারী কেরানি পদের জন্য আবেদন করেন। সাক্ষাৎকারটি ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ তারিখে স্থির করা হয়েছিল, কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের কারণে ১৮ই জানুয়ারী, ২০২০ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছিল। ডিআই-কে এই বিলম্বের বিষয়ে ২৫শে জানুয়ারী, ২০১৯ তারিখের চিঠির মাধ্যমে জানানো হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে 'কিছু অনিচ্ছাকৃত পরিস্থিতি' রয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ সাক্ষাৎকারের তারিখ পরিবর্তনের কোনও অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান পায়নি। প্যানেল চূড়ান্ত করার পরে, এটি অনুমোদনের জন্য এডিআই-তে জমা দেওয়া হয়েছিল। তবে, ৩রা জুলাই, ২০২০ তারিখের বিতর্কিত মেমো দ্বারা এটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল মূলত তিনটি কারণেঃ-

ক. স্কুল কর্তৃপক্ষ ৪৫ দিনের মধ্যে প্রার্থীদের নামের জন্য কর্মসংস্থান এক্সচেঞ্জে অনুরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এটি ২০০৫ সালের বিধি ৮ (৫) (ক)-এর লঙ্ঘন।

খ. বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডিআই-এর অনুমোদন না নিয়ে সাক্ষাৎকারের তারিখ পিছিয়ে দেয় এবং লঙ্ঘন করে ২০০৫ সালের বিধিমালার নিয়ম ৮ (৮) (ক)।

৪৪ এর পৃষ্ঠা ১৬

গ ২০০৫ সালের বিধি অনুসারে, যে বছরের ১লা জানুয়ারিতে কর্মসংস্থান এক্সচেঞ্জের কাছে অনুরোধ করা হয়েছিল সেই বছরের ১লা জানুয়ারিতে, বর্তমান পিটিশনে অর্থাৎ ২০১৬ সালের ১লা জানুয়ারিতে আঠারো বছর বয়স পূর্ণ না করা পর্যন্ত কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হবে না। তবে, প্যানেলের প্রথম প্রার্থী রেফারেন্সের তারিখে মাত্র ষোল বছর বয়স পূর্ণ করেছিলেন এবং এইভাবে ২০০৫ সালের বিধি ৪ (খ) লঙ্ঘন করেছেন।

১২. ২০২০ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৭২৮৩-এর আবেদনকারী যুক্তি দিয়েছেন যে উপরের উল্লিখিত কারণগুলি আইনের দৃষ্টিতে টেকসই নয়। সুতরাং, এটি এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইন পুনর্বিবেচনার জন্য প্রাসঙ্গিক।

১৩. আমি পক্ষগুলির পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান পরামর্শদাতাদের কথা শুনেছি এবং নথিতে থাকা উপকরণগুলি পর্যালোচনা করেছি। ২০২০ সালের ডব্লিউপিএ ৭২৮৩ এবং রিট পিটিশন থেকে এই আদালতে চারটি বিষয় নিচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছেঃ-

I. **বিষয় ১**-৪৫ দিনের সময়সীমা বাধ্যতামূলক বিধান?

II. **বিষয় ২-** কর্তৃপক্ষ যে সাক্ষাৎকারের তারিখ পিছিয়ে দিয়েছে তার কারণে প্যানেলটি প্রত্যাখ্যাত হতে পারে কি না ডিআই-এর অনুমোদন না নিয়ে?

III. **বিষয় ৩** - বিষয়-প্যানেলে শূন্যপদের তারিখ থেকে প্রার্থীর বয়স বিবেচনা করা হবে নাকি শূন্যপদের তারিখ থেকে বিজ্ঞাপনের তারিখ?

IV. **বিষয় ৪** -সংখ্যা-২০০৫ সালের বিধি অথবা ২০০৯ সালের বিধি প্রযোজ্য হবে কি না আপত্তিকর মেমোতে?

V. **বিষয় ৫**- আবেদনকারীকে কোনও ছাড় দেওয়া যেতে পারে কি না?

১৪ আমি এখন পূর্বোক্ত প্রতিটি বিষয় বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করব।

বিষয় ১-৪৫ দিনের সময়সীমা কি বাধ্যতামূলক?

১৫. ২০২০ সালের ৩ জুলাই তারিখের বিতর্কিত মেমোটি এই ভিত্তিতে প্যানেলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল যে, ৪৫ দিনের মধ্যে প্রার্থীদের নামের জন্য কর্মসংস্থান বিনিময়ের অনুরোধ করা হয়নি এবং এটি ২০০৫ সালের নিয়মের ৮ (৫) (ক) লঙ্ঘন। এই আদালতের সামনে প্রশ্ন হল যে নিয়মাবলীতে অন্তর্ভুক্ত সময়সীমা মেনে না চলার ফলে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াটি প্রত্যাখ্যান করা উচিত কিনা। প্রাসঙ্গিক নিয়মগুলি নীচে দেওয়া হলঃ-

> ৮(৫)(ক) স্কুলগুলির জেলা পরিদর্শকের কাছ থেকে অনুমোদন পাওয়ার পরে, স্কুল কর্তৃপক্ষ পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে, প্রার্থীদের নাম স্পনসর করার জন্য কর্মসংস্থান এক্সচেঞ্জের কাছে একটি অনুরোধ করবে।
>
> (খ) কর্মসংস্থান বিনিময় থেকে অপ্রাপ্যতার শংসাপত্র প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, স্কুল কর্তৃপক্ষ, জেলা স্কুল পরিদর্শকের অবহিতকরণে, রাজ্যজুড়ে প্রচারিত একটি দৈনিক সংবাদপত্রে স্কুলের সম্পূর্ণ ডাক ঠিকানা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবরণ সহ একটি বিজ্ঞাপন দেবে।

৪৪ এর পৃষ্ঠা ১৮

১৬. এটি বেশ কয়েকটি রায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইন যে পদ্ধতিগত আইন আইন এবং বিধিগুলির উদ্দেশ্যগুলি তারা পূরণ করতে চায় তা ব্যর্থ করতে পারে না। কার্যকরী আইনকে অবশ্যই আইনের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করতে হবে এবং সেই উপায় হতে পারে না যার মাধ্যমে অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়। যে শর্তগুলি বাধ্যতামূলক সেগুলি অবশ্যই মেনে চলতে হবে। তবে, যে নির্দেশমূলক শর্তগুলি কঠোর শাস্তির নিশ্চয়তা দেয় না সেগুলি মেনে চলা উচিত নয়। **পাঞ্জাব ও অন্যরা বনাম শামলাল মুরারি ও অন্যরা (১৯৭৬) ১ এস. সি. সি. ৭১৯-এ** রিপোর্ট করা হয়েছে, নিম্নলিখিতগুলি মাননীয়া সুপ্রিম কোর্ট আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল।

"৭....'শাল'-এর ব্যবহার - পিচ্ছিল শব্দার্থবিদ্যার একটি শব্দ - একটি নিয়মে নির্ণায়ক নয় এবং সংবিধির প্রেক্ষাপট, প্রেসক্রিপশনের উদ্দেশ্য, নিয়মের অবহেলার ক্ষেত্রে জনসাধারণের আঘাত এবং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে লঙ্ঘনকে মারাত্মক বলে নিন্দা করার আগে শর্তের গুরুত্বের উপর বিবেচনা করতে হবে।

৮.... আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে প্রক্রিয়াগত আইন অত্যাচারী নয় বরং একজন দাস, বাধা নয় বরং ন্যায়বিচারের সহায়ক। বিজ্ঞতার সাথে দেখা গেছে যে পদ্ধতিগত ব্যবস্থাগুলি দাসী এবং উপপত্নী নয়, একটি লুব্রিকেন্ট, ন্যায়বিচার প্রশাসনে প্রতিরোধক নয়। যেখানে অ-সম্মতি, তথাকথিত পদ্ধতিগত, ন্যায়বিচারের ন্যায্য শুনানি বা পক্ষপাতদুষ্ট বিচারকে ব্যাহত করবে, সেখানে নিয়ম বাধ্যতামূলক।

কিন্তু, ব্যাকরণ ব্যতীত, যদি লঙ্ঘনটি মামলার ন্যায়সঙ্গত নিষ্পত্তির ক্ষতি ছাড়াই সংশোধন করা যায়, তবে আমাদের একটি নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তাকে একটি প্রভাবশালী ইচ্ছায় পরিণত করা উচিত নয়। সর্বোপরি, আদালতকে ন্যায়বিচার করতে হবে, এই কে নষ্ট না করার জন্য প্রযুক্তিগত দিক থেকে শেষ পণ্য.... "

১৭ **২০১৮ (৪) সিএইচএন (সিএএল) ৩৯০-তে কামাক্ষ্যা নারায়ণ পান্ডে বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যদের** মামলায়, এই আদালত ২০০৫ সালের নিয়মের নিয়ম ৯ (৭)-এর অধীনে বাধ্যতামূলক এবং ডিরেক্টরি বিধানের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করার জন্য নির্ধারিত সময়সীমা নির্ধারণ করে। প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি হল নিচে বর্ণিত হয়েছেঃ-

১০. কোনও বিধান ডিরেক্টরি নাকি বাধ্যতামূলক, এই বিষয়ে দলচাঁদের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত অনুপাত বিবেচনা করা উপযুক্ত হবে। ভোপাল পৌর কর্পোরেশন (১৯৮৪) ২ এস.সি.সি. ৪৮৬-এ রিপোর্ট করেছে। প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

> *'কোনও বিধান বাধ্যতামূলক বা ডিরেক্টরি কিনা তা নির্ধারণের জন্য কোনও প্রস্তুত পরীক্ষা বা অপরিবর্তনীয় সূত্র নেই। সংবিধির বিস্তৃত উদ্দেশ্য গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট বিধানের উদ্দেশ্য অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। উভয়ের মধ্যে যোগসূত্রটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কোনও বিধান বাধ্যতামূলক বা ডিরেক্টরি রাখার ফলাফলের মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রায়শই, বিধানটি বাধ্যতামূলক বা ডিরেক্টরি কিনা তা নির্ধারণ করে। যেখানে সংবিধির নকশা জনসাধারণের অশান্তি এড়ানো বা প্রতিরোধ করা, তবে একটি নির্দিষ্ট বিধানের প্রয়োগ আক্ষরিক অর্থে এর চিঠির সেই নকশাকে পরাজিত করার প্রবণতা থাকবে,*

বিধানটিকে অবশ্যই ডিরেক্টরি হিসাবে ধরে রাখতে হবে, যাতে অভিযোগ করা আইনটিকে অবৈধ করার জন্য বিধানটি অমান্য করার পাশাপাশি কুসংস্কারের প্রমাণের প্রয়োজন হয়। এটা মনে রাখা ভাল যে প্রায়শই অনেকগুলি নিয়ম, যদিও ভাষাতে যুক্ত যা অপরিহার্য বলে মনে হয়, জনসাধারণের সুবিধার জন্য সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনের দায়িত্ব দেওয়া ব্যক্তিদের জন্য নিছক নির্দেশাবলী ছাড়া আর কিছুই নয়। যাদের উপর সরকারী দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তাদের অবহেলা সংবিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার মাধ্যমে জনসাধারণের অশান্তি প্রচার করতে এবং জনসাধারণের অসুবিধা সৃষ্টি করতে এবং সংবিধির মূল উদ্দেশ্যকে পরাজিত করতে দেওয়া যায় না।এটা উপলব্ধি করাও ভালো যে, যে সময়ের মধ্যে কোনও কাজ করতে হবে তার প্রতিটি নির্দেশ বেদনাদায়ক পরিণতি সহ সীমাবদ্ধতার সময়কালের নির্দেশ নয়, যদি সেই সময়ের মধ্যে কাজটি না করা হয়।'

১১ উপরন্তু, চন্দ্রিকা প্রসাদ যাদব বনাম বিহার রাজ্য ও অন্যান্য মামলায় (২০০৪) ৬ এস. সি. সি ৩৩১-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেঃ

'৩১ একটি সংবিধির ডিরেক্টরি বা বাধ্যতামূলক কিনা প্রশ্নটি তাতে ব্যবহৃত বাক্যাংশের উপর নির্ভর করবে না। সংবিধির প্রকৃতি সম্পর্কিত নীতিটি অবশ্যই উদ্দেশ্য এবং আইনটি অর্জন করতে হলে বিবেচনা করে নির্ধারণ করা উচিত।'

১২. সুপ্রিম কোর্ট এবং কলকাতা হাইকোর্টের উপরোক্ত রায়গুলি পর্যালোচনার পরে, নিম্নলিখিত নীতিগুলি উদ্ভূত হয় যে নিচে গণনা করা হয়েছেঃ

(ক) যদি একটি আইন জনসাধারণের সমস্যা প্রতিরোধ বা এড়াতে বোঝানো হয়, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করা ঠিক যেমনটি লিখিত সেই উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে নিয়মটি একটি নির্দেশিকা হিসাবে বিবেচিত হয়। এর মানে হল যে নিয়মটি অনুসরণ করা হয়নি তা দেখানো হয় না। কাজটিকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য যথেষ্ট নয়; আপনাকে দেখাতে হবে যে ক্ষতি বা পক্ষপাতা হয়েছে।

(খ) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি আইন সম্পূর্ণ করার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশ সাধারণত একটি নির্দেশিকা। তবে, এটি অনুসরণ না করার জন্য জরিমানা থাকলে এটি বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।

(গ) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি আইন সম্পূর্ণ করার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষকে একটি নির্দেশনা সাধারণত শুধুমাত্র একটি নির্দেশিকা হয় যদি আইনটি নির্দিষ্ট সময়সীমা মিস করার জন্য কোন পরিণতি উল্লেখ না করে।

(ঘ) বেসরকারী কর্তৃপক্ষকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট আইন সম্পাদনের জন্য সাধারণত একটি নির্দেশ দেওয়া হয় প্রকৃতিতে বাধ্যতামূলক।

(ঙ) আইনের লক্ষ্য মাথায় রেখে একটি বিধান ব্যাখ্যা করা উচিত। এটিকে বাধ্যতামূলক হিসাবে দেখা যাবে না যদি এটি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা আইনের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে যায়। পরিবর্তে, এটি একটি নির্দেশিকা হিসাবে দেখা উচিত।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৮ এই আদালতের অভিমত, ২০০৫ সালের বিধির ৮ (৫) (ক) ধারার সময়সীমা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হলে, বিধিমালা যে উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়েছিল, তা ব্যর্থ হবে। আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত কর্মী নিয়োগ নিশ্চিত করা এবং অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব রোধ করা যাতে স্কুলগুলি সঠিকভাবে কাজ করতে পারে। তবে, যদি সময়সীমা মেনে না চলার ফলে সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া বাতিল হয়, তাহলে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি হতাশ হয় এবং নিয়োগ আরও কার্যকর করার পরিবর্তে বিলম্বিত হয়।

৪৪ এর পৃষ্ঠা ২২

এটা বলা যাবে না যে নিয়ম প্রণেতারা এই ধরনের বদমাইশি করার উদ্দেশ্যেই ছিলেন। **অতএব, সময়সীমা একটি নির্দেশিকা হিসাবে বিবেচিত হয়, এবং বিধি ৮ (৫) (ক) এ উল্লেখিত ৪৫ দিনের সময়কাল অনুসরণ না করা সম্পূর্ণরূপে নির্বাচন প্যানেল বাতিল করাকে সমর্থন করে না।**

১৯ এটিও উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে **প্রবীর কুমার মায়জি বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ২০০৮ সালে (১) সি. এল. জে ৮২৩-এ** এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ ২০০৫ সালের বিধিমালা ৮ (৫) (এ) এবং ৮ (৫) (বি)-কে এই ভিত্তিতে ভারতের সংবিধানের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করে যে এটি ভারতের সংবিধানের ১৪ এবং ১৬ অনুচ্ছেদে আঘাত করেছে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয় কারণ পদগুলির জন্য বিজ্ঞাপন কেবল তখনই জারি করা হয় যখন শূন্য পদগুলি কর্মসংস্থান এক্সচেঞ্জ দ্বারা স্পনসর করা নামের তালিকার চেয়ে বেশি হয়। এটি এই আদালতের কাছে বিস্ময়কর যে এডিআই স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিধিগুলির মাধ্যমে শাস্তি দিয়েছে যা চূড়ান্ত ক্ষমতা হিসাবে রায় দেওয়া হয়েছে।

বিষয় ২ - কর্তৃপক্ষ ডিআই-এর অনুমোদন না চেয়ে সাক্ষাৎকারের তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার কারণে প্যানেলটি প্রত্যাখ্যাত হতে বাধ্য কিনা?

২০ প্যানেলটি এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল যে, সাক্ষাৎকারের তারিখ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ নির্ধারণ করা হয়েছিল, কিন্তু ডিআই-এর কোনও সম্মতি ছাড়াই ১৮ই জানুয়ারী, ২০২০ তারিখে পুনরায় নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং এটি অনুচ্ছেদ ৮ (৮) ২০০৫ সালের নিয়মের (ক) লঙ্ঘন করেছে। প্রাসঙ্গিক নিয়মগুলি নীচে পুনরুত্পাদন করা হয়েছেঃ-

৪৪ এর পৃষ্ঠা ২৩

"(৮) (ক) একবার সাক্ষাৎকারের তারিখ নির্ধারণ করা হয়ে গেলে এবং কোনও প্রার্থীকে জানানো হলে, গুরুতর জরুরি অবস্থা বা স্বাভাবিক কারণ ছাড়া সাক্ষাৎকার স্থগিত করা হবে না।

(খ) সাক্ষাৎকার স্থগিত হলে, বাছাই কমিটি অবিলম্বে বিদ্যালয়গুলির জেলা পরিদর্শকের কাছে বিষয়টি জানাবে এবং অন্য যে কোনও তারিখে সাক্ষাৎকার নেওয়া-এর জন্য তাঁর অনুমোদন (তবে নতুন করে তাঁর অনুমোদন নয়) গ্রহণ করবে।

২১ ২৫শে জানুয়ারী, ২০১৯ তারিখের চিঠির মাধ্যমে স্কুল কর্তৃপক্ষ ডিআই-কে জানিয়েছিল যে তারা 'কিছু অনিচ্ছাকৃত পরিস্থিতির' কারণে সাক্ষাৎকারটি স্থগিত করবে। আবেদনকারীরা পরে জানিয়েছে যে এটি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের কারণে হয়েছিল। ডিআই সাক্ষাৎকারের তারিখ পরিবর্তনের আবেদনটি অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করেনি। **সাক্ষাৎকারের তারিখ পরিবর্তনের বিষয়ে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও নীরব থাকার পরে, এডিআই স্কুল কর্তৃপক্ষকে অভিযুক্ত মেমো তারিখ ৩ জুলাই, ২০২০ এর মাধ্যমে শাস্তি দিতে পারে না।**

বিষয় III-প্যানেলের প্রার্থীর বয়স কর্মসংস্থান বিনিময়ের রেফারেন্সের তারিখ থেকে বিবেচনা করা হবে কিনা বা বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে?

২২ তৃতীয় প্রশ্ন হলো, প্যানেলের প্রথম প্রার্থীর বয়স কর্মসংস্থান বিনিময়ে আবেদনের তারিখ থেকে বিবেচনা করা হবে, নাকি বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে বিবেচনা করা হবে। বিবাদীরা যুক্তি দিয়েছেন যে ২০০৫ সালের বিধিমালার ৪ (খ) বিধি অনুসারে, ১ জানুয়ারী, ২০১৬ তারিখে, আবেদনকারীর জন্ম তারিখ বিবেচনা করে, আবেদনের তারিখ জারি করার পর নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ৮ মার্চ, ১৯৯৯ বিবেচনা করে এবং বিধি অনুসারে, যে বছরে আবেদন করা হয়েছিল, সেই বছরের

১ জানুয়ারী, তার বয়স ষোল বছর ছিল এবং তাই প্যানেলের অংশ হওয়ার জন্য অযোগ্য। আবেদনকারী যুক্তি দিয়েছেন যে বিজ্ঞাপনের তারিখে, যা ২৫ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে, যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে। যদি বিজ্ঞাপনের তারিখ বিবেচনা করা হয়, তাহলে আবেদনকারীর বয়স ইতিমধ্যেই আঠারো বছর পূর্ণ হয়েছে এবং তিনি নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য যোগ্য ছিলেন। এটি লক্ষণীয় যে আবেদনকারী নিয়োগ বিনিময় কর্তৃক জমা দেওয়া স্পনসর করা নামগুলির মধ্যে ছিলেন না কিন্তু বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পরে আবেদন করেছিলেন। নিয়মগুলি নিচে দেওয়া হল:-

"৪. যোগ্যতাঃ-(১) কোনও স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনও ব্যক্তিকে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক বা করনিক বা গ্রুপ ডি কর্মী হিসাবে নিয়োগ করা হবে না,যদি না ব্যক্তি

....

(খ) যে বছরের পহেলা জানুয়ারীতে প্রার্থীদের কর্মসংস্থান বিনিময়ের দ্বারা নাম স্পনসর করার জন্য কর্মসংস্থান বিনিময়ের কাছে আবেদন করা হয়, সেই বছরের পয়লা জানুয়ারিতে আঠারো বছর বয়স পূর্ণ করেছেন এবং সাঁইত্রিশ বছর বয়স পূর্ণ করেননি: তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত শ্রেণীর প্রার্থী অথবা মৃত শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মীর পরিবারের সদস্য প্রার্থীর ক্ষেত্রে, উচ্চ বয়সসীমা সংশ্লিষ্ট সরকারি আদেশে উল্লেখিত প্রার্থীর জন্য নির্ধারিত হবে।

২৩ এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে বিজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট না করা পর্যন্ত, পূর্ব অনুমতির তারিখ প্রার্থীকে অজানা। পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীরা পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন না কারণ তারা প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করেছেন কিনা তা অনিশ্চিত। অনিশ্চয়তা কেবল আবেদনকারী নাগরিকদের জন্য অপ্রয়োজনীয় ঝামেলা সৃষ্টি করে না, তবে নির্বাচন প্রক্রিয়ার দক্ষতাকে হতাশ করে কারণ অনেক আবেদন বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং, বিজ্ঞাপনে যোগ্যতার বিচার করার জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ না করা হলে, বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞপ্তি জারি করার তারিখ থেকে প্রার্থীদের যোগ্যতা পরীক্ষা করতে হবে।এই নীতিটি বিভিন্ন রায়ে সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা বহাল রাখা হয়েছে।

২৪ **রেখা চট্টুরবেদী বনাম রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় (উপরে উল্লিখিত)** মামলায়, সুপ্রিম কোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চের সামনে বিষয়টি ছিল যে প্রার্থীদের যোগ্যতা নির্বাচনের তারিখ থেকে পরীক্ষা করা উচিত নাকি আবেদন করার শেষ তারিখের রেফারেন্স সহ। শীর্ষ আদালত বলেছে যে আবেদন করার শেষ তারিখ হবে প্রার্থীদের যোগ্যতার জন্য রেফারেন্সের তারিখ। প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি নীচে বর্ণনা করা হয়েছেঃ-

> '১০. প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নির্বাচনের তারিখের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা করা উচিত এবং আবেদন করার শেষ তারিখের প্রসঙ্গে নয় এই যুক্তিটি কেবল প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বলে উল্লেখ করতে হবে। নির্বাচনের তারিখ সর্বদা অনিশ্চিত। সেই তারিখ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে যে প্রার্থীরা পদগুলির জন্য আবেদন করবেন

তারা এখনও যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলে প্রশ্নযুক্ত পদগুলির জন্য যোগ্য কিনা তা বলতে অক্ষম হবে । বিজ্ঞাপনে যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ না করা পর্যন্ত, উক্ত তারিখটি নির্বাচনের হোক বা অন্যথায়, যে প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই তাদের পক্ষে পদগুলির জন্য আবেদন করাও সম্ভব হবে না। তারিখের অনিশ্চয়তা বিপরীত পরিণতির দিকেও নিয়ে যেতে পারে যেমন. এমনকি যে প্রার্থীদের যোগ্যতার যোগ্যতা নেই এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চিত তারিখে সেগুলি অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে, তারাও পদগুলির জন্য আবেদন করতে পারে যাতে আবেদনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এর আরও খারাপ পরিণতি হতে পারে, যার ফলে অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি হতে পারে। নির্বাচনের তারিখ এতটাই নির্দিষ্ট বা কারচুপি করা যেতে পারে যাতে কিছু আবেদনকারীকে বিনোদন দেওয়া যায় এবং অন্যকে নির্বিচারে প্রত্যাখ্যান করা যায়। অতএব, বিজ্ঞাপন/প্রজ্ঞাপনে নির্দেশিত একটি নির্দিষ্ট তারিখের অভাবে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার বিচার করার জন্য আবেদন আহ্বান করা হবে, যোগ্যতা যাচাইয়ের একমাত্র নির্দিষ্ট তারিখ হবে আবেদন করার শেষ তারিখ।... এই প্রসঙ্গে এপি পাবলিক সার্ভিস কমিশন বনাম বি.শরৎ চন্দ্র (১৯৯০) ২ এসসিসি ৬৬৯/এবং বিজয়নগরম সমাজকল্যাণ আবাসিক বিদ্যালয় সোসাইটি বনাম এম. ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী [(১৯৯০) ৩ এস. সি. সি ৬৫৫] সম্পর্কিত এই আদালতের সাম্প্রতিক দুটি সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে।"

২৫ তবে, (১৯৯৪) আইএলএলজে ২৬৭ এসসি-তে প্রকাশিত **অশোক কুমার শর্মা এবং আরেকজন বনাম চন্দর শেখের এবং আরেকজন** মামলায় বলা হয়েছিল যে সাক্ষাৎকারের সময় যোগ্যতা অর্জনকারী আবেদনকারীই যথেষ্ট হবেন। **অশোক কুমার শর্মা বনাম চন্দর শেখর (সুপ্রা)** মামলায় একটি পুনর্বিবেচনা আবেদনে এটি বাতিল করা হয়েছিল যেখানে তিন বিচারকের বেঞ্চ **রেখা চতুর্বেদী বনাম রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় (সুপ্রা)** মামলায় অনুপাতকে সমর্থন করে এবং রায় দেয় যে প্রার্থীদের যোগ্যতা বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে পরীক্ষা করা উচিত।

উপরোক্ত মামলাটি **রাকেশ কুমার শর্মা বনাম দিল্লির এনসিটি** সরকার এবং অন্যরা (সুপ্রা) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি নীচে দেওয়া হলঃ-

> ১৭. এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ অশোক কুমার শর্মা বনাম চন্দর শেখর [(১৯৯৭) ৪ এস. সি. সি ১৮] অশোক কুমার শর্মার রায় পুনর্বিবেচনা ও ব্যাখ্যা করেছে [১৯৯৩ সাপোর্ট (২) এস. সি. সি ৬১১] পর্যবেক্ষণঃ (চন্দর শেখর মামলা [(১৯৯৭) ৪ এস. সি. সি ১৮], এস. সি. সি পিপি।

৬. আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ হিসাবে একটি নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হলে, সেই তারিখ এবং শুধুমাত্র সেই তারিখের পরিপ্রেক্ষিতে প্রার্থীদের যোগ্যতা বিচার করতে হবে। যে ব্যক্তি নির্ধারিত তারিখের পরে নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন করেন তাকে মোটেও বিবেচনা করা যাবে না। আবেদনের জন্য জারি করা/প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি জনসাধারণের কাছে একটি প্রতিনিধিত্ব গঠন করে এবং এটি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এই ধরনের প্রতিনিধিত্ব দ্বারা আবদ্ধ। এটি এর বিপরীতে কাজ করতে পারে না। এই প্রস্তাবের পিছনে একটি কারণ হল যে, যদি জানা যেত যে, নির্ধারিত তারিখের পরে কিন্তু সাক্ষাৎকারের তারিখের আগে যাঁরা যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তাঁদের সাক্ষাৎকারের জন্য অনুমতি দেওয়া হবে, তা হলে একই পদে নিযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিরাও আবেদন করতে পারতেন। কারণ কিছু ব্যক্তি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন না করা সত্ত্বেও আবেদন করেছিলেন, তাই তাঁদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেত না। তাঁদের আবেদনগুলি সূচনাতে প্রত্যাখ্যাত হওয়া উচিত ছিল। এই প্রস্তাবটি অনস্বীকার্য এবং প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে এটি নিয়ে কোনও সন্দেহ বা বিতর্ক করা হয়নি।

২১. তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখে আবেদনকারীর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছিল না যদিও তিনি আবেদন করেছিলেন যে তার কাছে সেই যোগ্যতা রয়েছে। নিয়োগের প্রস্তাবের চিঠিটি তাকে জারি করা হয়েছিল যা শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাইকরণের সাপেক্ষে অস্থায়ী এবং শর্তাধীন ছিল। ২৩-২-২০০৯ তারিখের নিয়োগের প্রস্তাবের চিঠির ১১ নং উপকরনে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে যদি চরিত্রটি প্রত্যয়িত না হয় বা তার যোগ্যতা না থাকে তবে পরিষেবাগুলি বাতিল করা হবে। উপরে বর্ণিত আইনের স্থির অবস্থান থেকে যে আইনি প্রস্তাবটি উঠে আসে তা হল পরীক্ষার ফলাফল পরীক্ষার তারিখের সাথে সম্পর্কিত নয়। একজন ব্যক্তি কেবল ফলাফল ঘোষণার তারিখে যোগ্যতার অধিকারী হবেন। সুতরাং, উপরের পরিপ্রেক্ষিতে, হাইকোর্ট-এর রায়ে কোনও ব্যতিক্রম নেওয়া যাবে না।

২৬ **অশোক কুমার শর্মা বনাম চন্দর শেখর (সুপ্রা)**-এর অনুপাত আরও বজায় রাখা হয়েছিল এমএএনইউ/ এসসি/ ১১৩২/ ২০২৩ এ রিপোর্ট করা **দিব্যা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ায় বলা হয়েছিলঃ-**

> *৫৫. রাম কুমার গাইরোয়া মামলার (সুপ্রা) রায়টিও অশোক কুমার শর্মা এবং অন্যরা বনাম চন্দর শেখর এবং আনার (১৯৯৭) ৪ এস. সি. সি ১৮-এর তিনজন মাননীয় বিচারপতির রায়ের সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্বে রয়েছে, যেখানে ৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ*
>
> > *'... আমাদের ১৯-১৯৯৫ তারিখের আদেশে উল্লেখিত প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে, আমরা সম্মানজনকভাবে অভিমত প্রকাশ করি যে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় (ডঃ টি.কে. থমেন এবং বনাম রামস্বামী, জেজে. দ্বারা প্রদত্ত) আইনত টেকসই নয়।*

এই প্রস্তাব যে, আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হিসাবে একটি নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হলে, সেই তারিখের পরিপ্রেক্ষিতে প্রার্থীদের যোগ্যতা বিচার করতে হবে এবং শুধুমাত্র সেই তারিখটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি নির্ধারিত তারিখের পরে নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন করেন, তাকে মোটেও বিবেচনা করা যাবে না। আবেদনের জন্য জারি করা/প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি জনসাধারণের কাছে একটি প্রতিনিধিত্ব গঠন করে এবং এটি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এই ধরনের প্রতিনিধিত্ব দ্বারা আবদ্ধ। এটি এর বিপরীতে কাজ করতে পারে না।এই প্রস্তাবের পিছনে একটি কারণ হল যদি জানা যেত যে নির্ধারিত তারিখের পরে কিন্তু সাক্ষাৎকারের তারিখের আগে যোগ্যতা অর্জনকারী ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে, তবে অন্যান্য অনুরূপ পদে নিযুক্ত ব্যক্তিরাও আবেদন করতে পারতেন। কারণ কিছু ব্যক্তি নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন না করা সত্ত্বেও আবেদন করেছিলেন। তারিখ, তাদের একটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্ণয় করা যেত না।"

৫৭. তা হোক না কেন, আমরা প্রভুর বিচারে আবদ্ধঅশোক কুমার শর্মার তিন বিচারপতির বেঞ্চ (সুপ্রা)

২৭ মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের দেওয়া নীতিগুলো স্পষ্ট। একজন প্রার্থীর যোগ্যতা আবেদনের শেষ তারিখের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা উচিত যদি না বিজ্ঞাপনটি অন্যথায় উল্লেখ করে। অতএব, এডিআই প্রার্থীদের যোগ্যতা মূল্যায়নের ভিত্তি হিসাবে কর্মসংস্থান এক্সচেঞ্জে অনুরোধের তারিখ ব্যবহার করতে ভুল করেছে। এই পদ্ধতি আইনগতভাবে বৈধ নয়। আবেদনকারী ক্লার্ক পদের জন্য যোগ্য ছিলেন, তাই ৩ জুলাই, ২০২০ তারিখের মেমোটি বাতিল করা উচিত।

বিষয় ৪ - উত্তরদাতারা যুক্তি দিয়েছেন যে ২০০৫ সালের নিয়মগুলি ২০০৯ সালের নিয়ম দ্বারা বাতিল করা কি হয়েছে?

২৮ উত্তরদাতারা যুক্তি দেখিয়েছেন যে ২০০৫ সালের বিধি ছিল ২০০৯ বিধি দ্বারা বাতিল করা হয়েছে। এইভাবে ২০০৯ বিধি প্রযোজ্য হবে নির্বাচন প্রক্রিয়া। রিটকারীর যুক্তি রয়েছে যে বিধিমালার অধীনে যা বাছাই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে প্রযোজ্য হবে।

২৯ এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে ২০০৫ সালের নিয়মগুলি পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০০৮ দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল, যা ১৪ জানুয়ারী, ২০০৯ থেকে কার্যকর হয়েছিল, যা শূন্যপদ পূরণের জন্য সম্পূর্ণ নতুন নির্বাচন পদ্ধতি চালু করেছিল এবং নতুন প্রার্থী নির্বাচনের জন্য ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন আইন, ১৯৯৭ এর অধীনে গঠিত আঞ্চলিক স্কুল সার্ভিস কমিশন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। ২০০৮ সালে সংশোধনীর পর, সরকার ২০০৫ সালের আগের নিয়মগুলিকে বাতিল করে ২০০৯ সালের নিয়ম তৈরি করে। ২০০৮ সালের সংশোধনী আইনের পরে প্রণীত ২০০৯ সালের নিয়মগুলি বেসরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এবং অনুদানবিহীন স্কুলগুলিতে অ-শিক্ষক পদে ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল এবং ভবিষ্যতে নিয়োগের নতুন পদ্ধতি নির্ধারণ করেছিল।

৩০ বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এমন বিদ্যালয়, এবং নতুন -কে বর্ণনা করা হয়েছে যেভাবে নিয়োগ করা হবে।যখন একটি শূন্য পদে নিয়োগের নিয়মগুলি একটি শূন্য পদ অবহিত হওয়ার পরে সংশোধন করা হয়, তখন আদালতকে অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে যে নির্বাচন প্রক্রিয়াটি কখন শুরু হয়েছিল যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়াটিতে কোন নিয়মগুলি প্রযোজ্য হবে তা নিশ্চিত করার জন্য। নির্বাচন প্রক্রিয়াটি শুরু হওয়ার সময় কার্যকর আইন অনুসারে নির্বাচন প্রক্রিয়াটি হওয়া উচিত। কেবল এই আদালতই নয়, সুপ্রিম কোর্ট দ্বারাও নির্ধারিত আইন অনুসারে, বিজ্ঞাপনটি অবহিত হওয়ার পরে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়। সুতরাং, নির্বাচন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনটি আইন হবে যে বিজ্ঞাপনটি জারি করার সময় দাঁড়িয়ে ছিল।

৩১ নির্বাচন প্রক্রিয়া কখন শুরু হবে সে সম্পর্কে, **ভূপিন্দরপাল সিং এবং অন্যান্য বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্য (২০০০) ৫ এস. সি. সি ২৬২**-এ রিপোর্ট করা সুপ্রিম কোর্ট নিম্নলিখিত রায় দিয়েছেঃ

> ১৩. অশোক কুমার শর্মা বনাম চন্দর শেখর [(১৯৯৭) ৪ এস. সি. সি. ১৮], এ. পি. পাবলিক সার্ভিস কমিশন বনাম বি.শরৎচন্দ্র [(১৯৯০) ২ এস. সি. সি. ৬৬৯/, জেলা কালেক্টর ও চেয়ারম্যান, বিজয়নগরম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার রেসিডেন্সিয়াল স্কুল সোসাইটি বনাম এম. ত্রিপুরা সুন্দরী দেব [(১৯৯০) ৩ এস. সি. সি. ৬৫৫], রেখা চতুর্বেদী বনাম রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় [১৯৯৩ সাপোর্ট (৩) এস. সি. সি. ১৬৮], এম. ভি. নায়ার (ড.) বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া [(১৯৯৩) ২ এস. সি. সি. ৪২৯] এবং ইউ. পি. পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইউ. পি. এলাহাবাদ বনাম আলপনা [(১৯৯৪) ২ এস. সি. সি. ৭২৩] মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে **(i) যে রেফারেন্স দ্বারা কাট-অফ তারিখ যা যোগ্যতা প্রয়োজনীয়তা একটি চাওয়া প্রার্থী দ্বারা সন্তুষ্ট হতে হবে সরকারী কর্মসংস্থান প্রাসঙ্গিক দ্বারা নিযুক্ত তারিখ পরিষেবা বিধি এবং যদি দ্বারা নিযুক্ত কোন কাট-অফ তারিখ না থাকে নিয়ম তারপর যেমন তারিখ জন্য নিযুক্ত করা যেতে পারে আবেদনের জন্য আহ্বান করা বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য;**

৪৪ এর পৃষ্ঠা ৩২

(ii) যদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোনও কাট-অফ তারিখ না থাকে তবে আবেদন আহ্বানকারী বিজ্ঞাপনে উদ্দেশ্যের জন্য নির্ধারিত তারিখ; (এটি) যদি এমন কোনও তারিখ নির্ধারিত না থাকে তবে যোগ্যতার মানদণ্ড উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত শেষ তারিখের রেফারেন্স দ্বারা প্রয়োগ করা হবে। হাইকোর্টের নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি এই আদালতের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত দ্বারা সমর্থিত এবং তাই এটি ভালভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে এবং তাই এতে ত্রুটি পাওয়া যাবে না। যাইহোক, এই মামলার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার যত্ন নেওয়া দরকার এবং ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই আদালতে ন্যস্ত সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে এক্তিয়ার আহ্বান করে ন্যায়বিচার করা দরকার।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৩২ উপরন্তু, **পবন প্রতাপ সিং এবং অন্যান্য বনাম রিভান সিং এবং অন্যান্য, (২০১১) ৩ এস.সি.সি ২৬৭**-এ রিপোর্ট করা হয়েছে যে নির্বাচনের কার্যকর তারিখটি পরিষেবার নিয়মের প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে যার অধীনে নিয়োগ করা হয় এবং নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি বিজ্ঞাপনের তারিখে শুরু হয়। প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ নীচে পুনরুত্পাদন করা হয়েছেঃ-

"৪৫....নির্বাচনের কার্যকর তারিখ বুঝতে হবে পরিষেবার নিয়মের প্রেক্ষাপট যার অধীনে নিয়োগ হয়েছিল। এর অর্থ হতে পারে যে তারিখে নির্বাচনের প্রক্রিয়া বিজ্ঞাপন জারি বা এর বাস্তবতা দিয়ে শুরু হয় নির্বাচনের তালিকা প্রস্তুত করা, যেমনটি হতে পারে..."

৩৩ উপরোক্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়গুলি বিবেচনা করে, এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ **দ্য ম্যানেজিং কমিটি, কদমতলা হাই মাদ্রাসাহ এবং অন্যরা বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যরা (উপরে)-তে রায় দিয়েছে যে ২০০৯** সালের নতুন বিধিগুলি নির্বাচন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যখন পুরানো বিধিগুলি বাতিল করার পরে শূন্য পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে। রায়ের প্রাসঙ্গিক প্যারাগ্রাফগুলি নীচের জন্য সরবরাহ করা হয়েছেঃ-

"৩৬. আইনের এই বিস্তৃত প্রস্তাব সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই যে, যদি ইতিমধ্যেই বাছাই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে থাকে, তবে প্রক্রিয়া শুরুর সময় যে আইন ছিল সেই অনুযায়ীই তা শেষ করা উচিত, যদিও এর মধ্যে একটি নতুন আইন কার্যকর হয়েছে। নিঃসন্দেহে, নতুন নিয়মগুলি ৯ই জুলাই, ২০০৯ থেকে কার্যকর হয়েছিল এবং এর আগে কোনও বিষয়ে কোনও বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়নি। শূন্যপদ পূরণের জন্য পূর্বানুমোদন প্রাপ্তির তারিখে প্রার্থীর পক্ষে কোনও স্পষ্ট অধিকার নেই। পূর্বানুমতি পাওয়ার পর, একটি স্কুলকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে এবং একটি খোলা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নাম অনুরোধ করতে হবে।

৩৭ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে, এমনকি অস্থায়ী নিয়োগ এবং নিশ্চিতকরণের মধ্যে সময়কালে, নিয়োগকারী কোনো নির্দিষ্ট অধিকার অর্জন করে না। যদি এই সময়ের মধ্যে নিয়মগুলি পরিবর্তিত হয়, নিয়োগকারীকে অবশ্যই নতুন নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে, এমনকি যদি নতুন নিয়মগুলি স্পষ্টভাবে বলে না যে তারা পূর্ববর্তীভাবে প্রয়োগ করে।

৩৮. 'নির্বাচন' শব্দটি নির্বাচন কমিটির সদস্যদের বিবেচনামূলক রায়কে বোঝায় কারণ তারা প্রার্থীদের মূল্যায়ন করে। একজন প্রার্থীর আবেদন একটি শূন্যপদ তৈরি হওয়ার তারিখের ভিত্তিতে বা পূর্বে অনুমতি দেওয়ার তারিখের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে বলে বিবেচনা করা যাবে না।যেহেতু এই তারিখগুলি প্রার্থীদের সাক্ষাত্কারে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর আগে, তাই এই তারিখগুলিতে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলা যায় না। নির্বাচন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞাপনের তারিখে শুরু হয়, যখন প্রার্থীদের আবেদন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। সুতরাং, চতুর্থ সমস্যাটি সেই অনুযায়ী উত্তর দেওয়া হয়েছে

৪৪ এর পৃষ্ঠা ৩৪

.....

৪৬. এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি নির্ঝরিনী এস. বি. বিদ্যালয় (উপরে)-তে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল (অ-শিক্ষক কর্মী নিয়োগ) বিধিমালা, ২০০৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে এবং পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (অ-শিক্ষক কর্মী পদে নিয়োগের জন্য ব্যক্তিদের নির্বাচন) বিধিমালা, ২০০৯ (এখানে '২০০৯ বিধিমালা' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অনুসারে নয়, নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য আবেদনকারীদের যে কোনও প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করার সিদ্ধান্তটি পড়েছি এবং বুঝতে পেরেছি, বিশেষত যখন এর প্রয়োগের আগে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের কোনও পরিচালনা কমিটি দ্বারা আবেদন আহ্বানকারী কোনও বিজ্ঞাপন জারি করা হয়নি এবং তাই এর আগে এটি যে কোনও প্রার্থীদের থেকে কোনও আবেদনপত্র ছিল না।

.....

৪৮. ঘ. প্রশ্ন নং ৪: কখন বাছাই প্রক্রিয়া শুরু হয়? শূন্যপদের উদ্ভব (উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির মৃত্যু, পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণের কারণে বা নতুন পদ সৃষ্টির কারণে) অথবা কখন পদটির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এবং প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার অথবা সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হওয়ার এর জন্য ডাকা হয়েছে।

উত্তরঃ প্রার্থীদের নির্দিষ্ট পোস্ট-এর জন্য আবেদন করতে বলার বিজ্ঞাপনের পরেই নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হবে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৩৪ সুতরাং, বর্তমান আবেদনে, ২০০৯ সালের নিয়মাবলী বিবেচনা করে ১৪ই জানুয়ারী, ২০০৯ তারিখে প্রণীত হয়েছিল এবং শূন্য কেরানি পদের জন্য বিজ্ঞাপনের তারিখ ২৫শে এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে অবহিত করা হয়েছিল, আবেদনের সময়সীমা ১০ দিনের মধ্যে, ২০০৯ সালের নিয়মাবলী নির্বাচন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। **পরিচালন কমিটির কেরানির পদ পূরণ করার কোনও ক্ষমতা নেই এবং কেরানির পদ পূরণ করার কর্তৃত্ব ২০০৯ সালের বিধি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল পরিষেবা কমিশন দ্বারা করা হবে।**

বিষয় ৫ -আবেদনকারীকে কোনও ছাড় দেওয়া যেতে পারে কিনা?

৩৫ উত্তরদাতারা যুক্তি দিয়েছেন যে, ম্যানেজিং কমিটি, কদমতলা হাই মাদ্রাসায় (উপরে) নির্ধারিত আইন অনুসারে, আবেদনকারীর কেবল বাছাই প্রক্রিয়া শুরু করার মাধ্যমে নিয়োগের কোনও স্বার্থান্বেষী অধিকার নেই। এটি আইনের একটি স্থিরীকৃত নীতি যে কোনও প্রার্থী প্যানেলে নির্বাচিত হলেও নিয়োগের একটি স্বার্থান্বেষী অধিকার দাবি করতে পারবেন না। এই নীতিটি ম্যানেজিং কমিটি, কদমতলা হাই মাদ্রাসায় (উপরে) বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবে একটি ওবিটার ডিক্টা মন্তব্যে, আদালত ইঙ্গিত দেয় যে প্রার্থী যদি তালিকাভুক্ত হন, তবে নিয়োগের জন্য বিবেচিত হওয়ার তার সীমিত অধিকার রয়েছে। প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি নীচে দেওয়া হল: -

"৪৫ আইনটি মোটামুটিভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যে কোনও যোগ্য প্রার্থী, যিনি নির্বাচকদের দ্বারা উপযুক্ত বলে মনে হতে পারে এবং এইভাবে নির্বাচিত হতে পারে, তারও নিয়োগের কোনও স্বার্থান্বেষী অধিকার নেই, আমার কাছে এই প্রস্তাবটি অযৌক্তিক বলে মনে হয় যে কোনও প্রার্থী যিনি কোনও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে চান এবং চূড়ান্ত প্যানেল/মেধা তালিকা প্রস্তুত না করে তাঁর প্রার্থিতার প্রস্তাব দিতে পারেন বা এমনকি এই জাতীয় প্রক্রিয়াতে অংশ নিতে পারেন, তিনি আরও ভাল অধিকার (নির্বাচিত প্রার্থীদের চেয়ে) দাবি করতে পারেন যে নির্বাচন প্রক্রিয়াটি কেবল এগিয়ে নেওয়া উচিত নয়, সেটাও প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার তারিখে বলবৎ বিধি অনুসারে, যদিও এই জাতীয় প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার সময় এই জাতীয় নিয়মগুলি সংশোধন বা বাতিল করা হতে পারে। **কোনও সরকারি পদের জন্য কোনও প্রার্থীর তাঁর প্রার্থিতার ন্যায্য বিবেচনার দাবি করার অধিকার রয়েছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই, তবে একটি অধিকার প্রয়োগ করার জন্য, যদি তাই হয়, তার জন্য ন্যূনতম যা প্রয়োজন তা হল তাকে তালিকাভুক্ত/তালিকাভুক্ত করা হয়েছে তা দেখানো। যাইহোক, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিচালনা বিধিমালায় কার্যকর হওয়া সংশোধনী এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরে বা এমনকি তার মধ্যেও কার্যকর করার চেষ্টা করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার অংশগ্রহণের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না এবং তার প্রার্থিতার ন্যায্য বিবেচনার ক্ষেত্রেও বাধা দেয় না, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও সরকারী পদের প্রার্থী দাবি করতে পারেন যে সংশোধনীগুলি কার্যকর না করে প্রক্রিয়াটি অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে, যতদূর প্রাসঙ্গিক, প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং অনির্ধারিত বিধিমালার ভিত্তিতে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে তার যৌক্তিক উপসংহারে নিয়ে যাওয়া হবে।** যদি এটি একটি নতুন নিয়ম দ্বারা পূর্ববর্তী নিয়মগুলি বাতিল করার মামলা হয়, এবং পূর্ববর্তী দ্বারা সংরক্ষিত না হওয়ার ভিত্তিতে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়, তবে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি নিজেই বাতিল করতে হবে এবং নতুন নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন করে শুরু হয়েছে।

প্রশ্ন নং ২: এম. এ. এন. ইউ/ডব্লিউ. বি/: ২০০১ খণ্ড ২ সি. এল. ইউ. জে ৫৫৮ (ক্যাল)-এ স্নেহানসু জাস বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মামলায় এই আদালতের পূর্ববর্তী ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত আইনটি এখনও সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে আইন হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে কি না?

উত্তরঃ **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম পরিচালনা কমিটির মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক গৃহীত রায়ের আলোকে, নির্ঝরিনী সরকার বালিকা বিদ্যালয় (এইচ. এস.) যেখানে বলা হয়েছিল যে কেবল নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করার মাধ্যমে প্রার্থীদের পক্ষে কোনও স্বার্থান্বেষী অধিকার উত্থাপিত হয় না এবং নতুন নিয়ম অবশ্যই নির্বাচন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে, ২০০১ খণ্ড ২ সি. এল. জে ৫৫৮ (ক্যাল)-এ রিপোর্ট করা স্নেহসু জাস বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রায়টি আর সঠিক আইন নয়, এবং সেই অনুযায়ী, প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচকভাবে দেওয়া হয়।**

গ. প্রশ্ন নং ৩: শুধুমাত্র পূর্বানুমতি পাওয়া কি ম্যানেজমেন্টকে চাকরির বিজ্ঞাপন প্রকাশের আগে বিধি পরিবর্তিত হলেও শূন্যপদ তৈরির সময় যে পুরানো নিয়মগুলি ছিল তা অনুসরণ করে নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ করার অধিকার দিতে পারে?

উত্তরঃ নির্ঝরিনিত সরকার বালিকা বিদ্যালয়ের (উপরে) ক্ষেত্রে নির্ধারিত নীতিগুলি অনুসরণ করে এটা স্পষ্ট যে ব্যবস্থাপনার কাছে পূর্বানুমোদন দেওয়া পুরোনো নিয়মাবলীর অধীনে শূন্য পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশের আগে নির্বাচন নিয়মাবলীতে আইনী পরিবর্তনের উপর পূর্ববর্তী নিয়মগুলিকে বাদ দিয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য পরিচালকের কোনও স্বার্থান্বেষী অধিকার প্রদান করে না। সুতরাং, এই প্রশ্নের উত্তরও নেতিবাচকভাবে দেওয়া হয়।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৩৬ বর্তমান মামলাটি একটি অদ্ভুত বিষয় যেখানে ২০০৯ সালের বিধি পাস হওয়ার সাত বছর পর, ২০১৬ সালে ডিআই ২০১৩ সালের ডব্লিউ. পি. নং ৩০০৬৮ (ডব্লিউ)-এর ৩রা অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে গৃহীত আদেশের ভিত্তিতে ২০০৫ সালের নিয়মে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে পূর্ব অনুমতি দিয়েছিল। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে ২০০৯ সালের বিধিগুলি বেসরকারী সহায়তাপ্রাপ্ত এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ে অ-শিক্ষক পদে ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য পরিচালনা কমিটির ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। প্রার্থী প্যানেলে প্রথম স্থান অর্জন করলেও, এটি ২০০৫ সালের বিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয় যা ২০০৯ সালের বিধি দ্বারা বাতিল করা হয়েছে। **ম্যানেজিং কমিটি, কদমতলা উচ্চ মাদ্রাসা** (সুপ্রা) এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক অনুপাত অনুযায়ী, বিজ্ঞাপনের তারিখে বলবৎ আইনটি শূন্য পদের জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং ২০০৯ সালের নিয়মাবলীর অধীনে, কেরানি পদের জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়াটি পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন দ্বারা উপেক্ষা করা হয়। আবেদনকারীর নির্বাচনের স্বার্থান্বেষী অধিকার বা নিয়োগের জন্য বিবেচনা করার অধিকার নেই। সুতরাং, বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত হবে ২০০৯ সালের অধীনে পরিকল্পিত প্রক্রিয়া অনুসারে নতুন করে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করা।

৩৭ রিট পিটিশনের তথ্য ২০২১ সালের ডব্লিউপিএ ৫০৭ হওয়ার বিষয়টি রিট পিটিশন ২০২১ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৭২৮৩ -এর অনুরূপ। ৩রা অক্টোবর প্রদত্ত আদেশে,

২০১৩ সালের ডব্লিউ. পি. নং ৩০০৬৮ (ডাব্লু)-তে ডিআই ২০০৫ সালের নিয়মাবলীতে নির্ধারি পদ্ধতি অনুসারে পূর্ব অনুমতি দিয়েছিল। পদটির বিজ্ঞাপনের জন্য বিজ্ঞপ্তি ২৫শে এপ্রিল, ২০১৭-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এডিআই ১৪ই অক্টোবর, ২০২০-এর বিতর্কিত মেমো-র মাধ্যমে ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট পদের জন্য প্যানেলটিকে এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছিল যে এটি ২০০৫ সালের নিয়মের নিয়ম ৮ (৮) (ক), নিয়ম ৮ (৮) (খ), নিয়ম ৮ (৭) (খ), নিয়ম ৭ (৫) (ক), নিয়ম ৯ (৪) এবং নিয়ম ৯ (৭) (খ) লঙ্ঘন করে। **ম্যানেজিং কমিটি, কদমতলা উচ্চ মাদ্রাসায়** (সুপ্রা) প্রণীত আইন এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়গুলির একটি ক্যাটেনার আলোকে, এই আদালত বিতর্কিত মেমো-র গুণাগুণের দিকে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করে না। ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট পদের জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়াটি ২০০৯ বিধিতে নির্ধারিত বিধান অনুসারে করা উচিত।

উপসংহার

৩৮ বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্র কর্মসংস্থান কাঠামোর উদ্বেগজনক স্থবিরতার মুখোমুখি কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দক্ষ ব্যবস্থার অভাব আমাদের জনসংখ্যার একটি বড় অংশকে বেকার করে দিয়েছে। এই ব্যবস্থায় হতাশ অনেকেই সক্রিয়ভাবে চাকরি খোঁজা বন্ধ করে দিয়েছে এবং যুব বেকারত্ব সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। ভারতের নাগরিকদের সক্রিয়ভাবে চাকরি খুঁজতে এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে উৎসাহিত করার পরিবর্তে, প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষুদ্র প্রযুক্তিগত দিক থেকে উদ্‌ভূত বাধা সৃষ্টি করে যুবকদের হতাশ করেছে।তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বিবেচনামূলক ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে।

৪৪ এর পৃষ্ঠা ৪০

বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে, কেরানির একটি শূন্যপদ এবং ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ডেন্ট খালি রয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে এর জন্য দুটি শূন্যপদ ২০০৯ সাল থেকে অব্যাহত রয়েছে। এর জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োগ করার পরিবর্তে নিশ্চিত করুন যে পদটি পূরণ করা হয়েছে, যা নিশ্চিত করেছে তা হল বছরের পর বছর ধরে বৈধ বিরোধ। আমাদের জাতির প্রতিষ্ঠানগুলির সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য, একটি প্রাসঙ্গিক নিয়োগ বিধি প্রয়োগ করার সময় অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যাতে তারা জনসাধারণের দুষ্টুমির হাতিয়ার হয়ে ওঠে না।

<u>সারসংক্ষেপ এবং উপসংহার</u>

৩৯ সহজ রেফারেন্সের জন্য এবং সংক্ষিপ্ততার জন্য, আমি এর পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে উদ্ভূত প্রাসঙ্গিক নীতিগুলির আইন বের করেছি◌ঃ

ক পদ্ধতিগত আইন অবশ্যই আইনের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করবে এবং এর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার উপায় হতে পারে না। নিয়ম ৮ (৫) (ক)-এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত ৪৫ দিনের সময়সীমা নির্দেশমূলক প্রকৃতির প্রক্রিয়া এবং পুরো নির্বাচনকে ব্যর্থ করবে না।

খ ২৫শে জানুয়ারী, ২০১৯ তারিখের চিঠির মাধ্যমে স্কুল কর্তৃপক্ষ ডিআই-কে জানিয়েছিল যে তারা 'অনিচ্ছাকৃত পরিস্থিতির' কারণে সাক্ষাৎকার স্থগিত করবে। ডিআই সাক্ষাৎকারের তারিখ পরিবর্তনের আবেদন অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করেনি। সাক্ষাৎকারের তারিখ পরিবর্তনের বিষয়ে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও নীরব থাকার পরে, এডিআই বিতর্কিত স্মারকলিপির মাধ্যমে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শাস্তি দিতে পারে না।

গ আবেদনের শেষ তারিখে প্রার্থীর যোগ্যতা পরীক্ষা করা হবে যদি না বিজ্ঞাপনে 'অন্যথায়' নির্দিষ্ট করা থাকে। বিজ্ঞাপনের তারিখ ২৫ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে আবেদনকারীর বয়স আঠারো বছর ছিল, এইভাবে ২০০৫ বিধি এর অনুচ্ছেদ ৪ (খ) লঙ্ঘিত হয় না।

ঘ যখন প্রক্রিয়াটি শুরু করা হয়েছিল তখন আইন অনুসারে নির্বাচন প্রক্রিয়াটি হওয়া উচিত। আইন অনুসারে কেবল এই আদালতই নয়, সুপ্রিম কোর্টও বিজ্ঞাপনটি অবহিত হওয়ার পরে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করে। সুতরাং, ২০০৯ সালের নিয়ম নির্বাচন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ঙ আবেদনকারীদের নির্বাচনের নিক্ষিপ্ত অধিকার বা নিয়োগের জন্য বিবেচিত হওয়ার অধিকার নেই।

আদেশ এবং নির্দেশ

৪০ বিষয় ১, বিষয় ২ এবং বিষয় ৩-এর ফলাফলের আলোকে, এটা স্পষ্ট যে বিবাদীর দ্বারা প্রদত্ত যুক্তি আইনত খারাপ এবং তাই এই আদালত ৩ জুলাই, ২০২০ তারিখের পূর্ব মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা পরিদর্শক (SE) এর বিতর্কিত স্মারকলিপিটি বাতিল করে দেয়। তবে, এটি লক্ষণীয় যে একটি নির্দিষ্ট নির্বাচন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন হল বিজ্ঞাপনটি বিজ্ঞপ্তির তারিখে কার্যকর আইন, এবং তাই, পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (অ-শিক্ষক কর্মী পদে নিয়োগের জন্য ব্যক্তিদের নির্বাচন) বিধি, ২০০৯ এই বিশেষ ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২০১৩ সালের ৩রা অক্টোবর গৃহীত ২০১৩ সালের ডব্লিউ. পি. নং ৩০০৬৮ (ডব্লিউ) সম্বলিত পূর্ববর্তী রিট পিটিশনে যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তাতে কেবলমাত্র বিদ্যালয়গুলির জেলা পরিদর্শকের দ্বারা পরিচালনা কমিটিকে পূর্ব অনুমতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আদালত পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য কোন আইন প্রয়োগ করবে সেই দিকটি খতিয়ে দেখেনি। ম্যানেজিং কমিটি, কদমতলা হাই মাদ্রাসায় (সুপ্রা) তিন বিচারকের বেঞ্চের অনুপাতের পরিপ্রেক্ষিতে, সেই আইনটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং বিজ্ঞাপন বিজ্ঞপ্তি জারি করার তারিখে আইন প্রয়োগ করতে হবে। তদনুসারে, এটা স্পষ্ট যে গ্রুপ সি কর্মী (ক্লার্ক) বিভাগের এস.সি-র শূন্যপদ পূরণ কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনই করতে পারত, ম্যানেজিং কমিটি নয়। একইভাবে, গ্রুপ ডি (ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ডেন্ট) কর্মীদের শূন্যপদ পূরণ কেবল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (অ-শিক্ষক কর্মী পদে নিয়োগের জন্য ব্যক্তিদের নির্বাচন) বিধি, ২০০৯ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন দ্বারা করা যেতে পারে। বর্তমান ক্ষেত্রে এর আলোকে, উভয় আবেদনকারীকে কোনও ছাড় দেওয়া যাবে না।

৪১ তদনুসারে, এই রিট পিটিশনগুলি ডাব্লুপিএ ৭২৮৩/২০২০ এবং ডাব্লুপিএ ৯০৭/২১ বাতিল করা হয়েছে।

৪২ খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

৪৪ এর পৃষ্ঠা ৪৩

৪৩ এই আদেশের একটি জরুরি ফটোস্ট্যাট-প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করা উচিত।

(বিচারপতি, শেখর বি. সরাফ)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly